এ নৌকা প্রতিক আপনাদের,আমি শুধু নৌকার মাঝি — সালাহ্ উদ্দীন মিয়াজি

এ নৌকা প্রতিক আপনাদের,আমি শুধু নৌকার মাঝি। আর আপনারাই পারেন,নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে,কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্ট্যান্ডের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মেজর জেনারেল সালাহ উদ্দীন মিয়াজি। তিনি বলেন,অনেক যাচাই বাছাইয়ের পর, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা যে নৌকা প্রতিক আমাকে দিয়েছেন,সেটা শুধু আমার প্রতিক না। এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক, শেখ হাসিনার প্রতিক নৌকা এ দেশের স্বাধীনতার প্রতিক।

সংবধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি,পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান (সেলিম),আওয়ামীলীগ নেতা হুমায়ূন কবির লতা,মহেশপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মীর সুলতানুজ্জামান লিটন,কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল।

এদিকে নৌকার প্রার্থী সালাহ উদ্দিন মিয়াজির আগমন উপলক্ষে, দুপুরের পর থেকে কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হতে থাকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতা-কর্মীরা।

বিকাল ৫ টান সময় বিশাল মটর সাইকেল আর প্রাইভেট মাইক্রো বাস নিয়ে কোটচাঁদপুর শহরে প্রবেশ করেন,প্রার্থী সালাহ উদ্দিন মিয়াজি। এ সময় নৌকার শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে এলাকাটি। আর খোলা মাইক্রোবাসের মধ্যে থেকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাতে নেমে আসেন,তিনি। যোগদান করেন,সংবধনা অনুষ্ঠানে,নিজের জন্য নৌকা প্রতিকে ভোট চান মিয়াজি।

মেজর জেনারেল সালাহ উদ্দীন মিয়াজিকে নৌকা প্রতিক প্রদান করায়,প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কৃতজ্ঞতা এ সংবধনার আয়োজন করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে চাঁদা উত্তোলেনের প্রতিবাদ করায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে অপমান ও চেয়ার ভাংচুর

মেহেরপুর সরকারি কলেজের নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সাথে খারাপ আচরণ ও আসবাবপত্র ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে।আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দুপুর ১২ টার দিকে কলেজের পুরাতন ভবনের দ্বিতীয় তলায় একাদশ শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান ক্লাস নিচ্ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন। ক্লাস চলাকালীন কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রাশেদ আলীর নেতৃত্বে ৫/৬ জন নেতাকর্মী পিকনিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাম করে রশিদ ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে জন প্রতি ২৫০টাকা চাঁদা দাবি করে। এসময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু তাদের প্রতিবাদ করে এবং চাঁদার রশিদ জব্দ করে প্রশাসনিক ভবনে নিয়ে যান। এসময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর সাথে তারা খারাপ আচরণ করে রশিদ বই ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং বের হয়ে যাওয়ার সময় দুটি চেয়ার ভাংচুর করেন। পরে তারা কলেজের মূল ফটকে তালা মারতে গেলে কলেজের শিক্ষক- কর্মচারীরা সেখানে গেলে তালা না দিয়ে পালিয়ে যায়।

চাঁদা আদায়ের রশিদে লেখা রয়েছে, মেহেরপুর সরকারি কলেজের আয়োজনে পিকনিক ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। সেখানে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক রাশেদ আলীর নাম লেখা রয়েছে। তবে ছাত্রলীগের নাম লেখা না থাকলেও পদ ও নাম লেখা রয়েছে। এর মধ্যে

কুতুবউদ্দিন আহমেদ বর্তমানের কলেজে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিক ছাত্র-ছাত্রীরা বলেন, ছাত্রলীগের নেতারা হুমকি ধামকি পিকনিকের চাঁদা দিতে বাধ্য করাচ্ছে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি কলেজে আসতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দিচ্ছে।

এ বিষয়ে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমি ছিলাম না, ঢাকা থেকে মেহেরপুরে ফিরছি। তারা পিকনিকের বিষয়ে স্যারদের অবহিত করতে গেছিলো। এসময় আব্দুল্লাহ আল আমিন স্যার তাদের কাছে থেকে টাকা কেড়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তবে কিসের টাকা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগের উত্তোলন করা টাকা। তবে টাকার পরিমান জানাতে পারেননি।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, পিকনিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কোন অনুমতি কাউকে দেওয়া হয়নি। তাই কলেজের নাম ব্যবহার করে চাঁদা উত্তোলন করা যাবে না। ক্লাসে গিয়ে চাঁদা চাওয়ায় আমি রশিদ বই জব্দ করি। তারা কলেজের প্রিন্সিপালের টেবিল থেকে থাবা দিয়ে রশিদ বই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গত সোমবারও তারা আরেক শিক্ষককে এ নিয়ে অপমান করেছে। কুতুবউদ্দিন আহমেদ বর্তমানের কলেজের ছাত্র নয়।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচনের তপসিল ঘোষনার কারণে কলেজে কোন অনুষ্ঠান করা বিধি সম্মত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকে কোন চাঁদা না দেওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টি প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার জন্য মেহেরপুর ১ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদ।

মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) দুপুর একটার দিকে মেহেরপুর ১ আসনের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন আব্দুল হামিদ।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মো. ওয়ালিউল্লাহ এর নিকট থেকে তিনি এ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

এসময় জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ আজকে বৈষম্যের মধ্যে বাস করছে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে যদি আমরা বাঁচাতে চাই তাহলে মেহেরপুরবাসীকে জাতীয় পার্টির আশ্রয় নিতে হবে। শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য নাঙ্গলের বিকল্প নেই।

জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাদী বলেন, মেহেরপুর ১ আসনে জাতীয় পার্টির হাতকে শক্তিশালী করে এই আসনটা আমরা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের স্যারকে উপহার দিতে চাই।

এসময় জেলা জাতীয় পার্টি সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান ও হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহকারি সাধারণ সম্পাদক সুমন পারভেজ, প্রচার সম্পাদক মামলত হোসেন, মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সরওয়ার হোসেন সহ মেহেরপুর জেলা পার্টি বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় যারা হচ্ছেন জাপা প্রার্থী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা)।

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু।

এরমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি নাফিজ আহমেদ খান টিটুকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর), সাধারন সম্পাদক শাহরিয়ার জামিল জুয়েলকে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর), কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর- ভেড়ামারা) শহীদুল ইসলাম ফারুকী,ও কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) মোঃ আয়ান উদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

গত রবিবার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২৯৮ আসনে মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করলেও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনটিতে কাউকে মনোনীত করেনি। বর্তমানে এখানের সংসদ সদস্য জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে তিনবার বিজয়ী হাসানুল হক ইনু।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটভুক্ত হয়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম বারের মতো জাসদ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন হাসানুল হক ইনু। এরপর আরও দুবার বিজয়ী হন তিনি। অনেকের ধারণা, এই আসনে ফের লড়বেন ইনু। সেই আসনে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জাপার শহীদুল ইসলাম ফারুকী।

নির্বাচনকে ঘিরে গত ২০ নভেম্বর থেকে দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করে জাতীয় পার্টি। প্রথমে মনোনয়নপত্র বিক্রির শেষে সময় ২৪ নভেম্বর বলা হলেও পরে ফের সময় বাড়িয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি করে তারা। এরপর বিভাগ অনুযায়ী মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। জানা গেছে, জাতীয় পার্টি মোট এক হাজার ৭৫২ জন জাতীয় পার্টি থেকে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন।

কুষ্টিয়ায় নৌকার বিপক্ষে সাবেক দুই এমপি, হানিফের বিপক্ষে মেয়র পুত্র

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে নৌকার বিপক্ষে লড়বেন সাবেক দুই এমপি কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী ও কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ।

তারা দুজনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এবং স্থানীয় নির্বাচন অফিস থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেছেন।

রেজাউল হক চৌধুরী ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফাজ উদ্দিন আহমদকে পরাজিত করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি।

আবদুর রউফ কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসন থেকে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। আবদুর রউফ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা।

তফসিল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসন থেকে ৪১ জন মনোনয়ন ফরম কিনেছিলেন।

তাদের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ, সেলিম আলতাফ জর্জ, আকাম সরওয়ার জাহান বাদশাহকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ, কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে সংসদ সদস্য ও দৌলতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ, কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ও যুবলীগের

প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ মনোনয়ন পেয়েছেন।

এদিকে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মাহাবুব-উল আলম হানিফের আসনটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও পাঁচবারের পৌর মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু।

গতকাল সোমবার বিকেলে নিজের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার মো. সহিদুর রহমানের কাছ থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

হানিফ ছাড়া এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার খাদ্য প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আনজুমান লাইলা বানু এবং ইউকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাহাতাবুল হক জয়।

তবে দলীয় নেতা-কর্মীরা কুষ্টিয়া-৩ আসনে হানিফের বিকল্প কাউকে ভাবছিলেন না। কারণ গত ১০ বছরে কুষ্টিয়া সদর আসনে যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে মাহবুব-উল আলম হানিফের প্রতি দলমত-নির্বিশেষে সবাই আস্থা রেখেছেন। এবার তৃতীয়বারের মতো সদর আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন তিনি।

কুষ্টিয়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুর রউফ বলেন, আমি কুমারখালী-খোকসা আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আসন্ন নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। কুমারখালী-খোকসার মানুষ আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের জয় হবে ইনশাআল্লাহ।

কুষ্টিয়া-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী বলেন, আমি দলীয় মনোনয়ন পায়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো। আমি এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। দৌলতপুরের অনেক উন্নয়ন আমার সময়ে হয়েছে। দৌলতপুরে মানুষ আমার সঙ্গে আছেন।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দীন

খান বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার জয় হবে। দল যাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতাকর্মীরা কাজ করবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ের আমি কিছু বলতে চাই না।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী বলেন, ‘নৌকাকে জেতানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই এর বাইরে আমরা কিছু ভাবছি না।’

একাধিক আওয়ামী লীগের নেতা জানিয়েছেন, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-১ ও কুষ্টিয়া-৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য রউফ ও রেজাউল নৌকার বিপক্ষে নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে দলও খুব একটা কঠোর হবে না। কারণ, বিএনপি ভোটে আসবে না, এটি ধরে নিয়েই ক্ষমতাসীনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন দেখাতে চাইছেন। যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ জিততে না পারেন।

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তোলা, ভোট উৎসবমুখর করা ও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করে তুলতে একাধিক বিকল্পের একটি হলো মাঠে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখা।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৩০ নভেম্বর।

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের মতবিনিময় সভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এ

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন,সদস্য হাজী শাহ আলম, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ- সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, মাসুদ রানা তুহিন।

পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, পৌর আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা.অমল কুমার বিশ্বাস, সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা সাবেক দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহিন উৎপল, জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার শামিম, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা বাদশা, হাসান, সাকিব, অটল, রকি,প্রমুখ।সভায় বক্তাগন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুনে নৌকা প্রতিকে ভোট দিয়ে পুনঃরায় নির্বাচিত করতে হবে।ছেলুন এমপি আমাদের পরিক্ষিত সৈনিক,যে দীর্ঘ ৫৫ বছরের অধিক আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত।আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগের সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দারের সাথে আছে। আমরা ৭ জানুয়ারি জনগনের ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ের হাসি হাসব।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি টগরের পক্ষে মনোনয়ন সংগ্রহ

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত নৌকার কাণ্ডারি হাজী আলী আজগার টগরের পক্ষে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন নেতৃবৃন্দ।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন কার্যলয়ে

মনোনয়ন সংগ্রহ কালে উপস্থিত ছিলেন,দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী,সহ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,জীবননগর পৌরসভার সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,আ’লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম,যুবলীগ নেতা ফারুক, হিরন,আব্দুস সালাম ভুট্রু ও ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জাসদ ও জাতীয় পার্টির দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে জাসদ ও জাতীয় পার্টির ২ জন দলীয় মনোনয়ন পেয়েছে। এদের মধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের মশাল প্রতিকে দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ ও জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতিকে রবিউল ইসলাম দলীয় মনোনয়ন পেলেন।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় দর্শনা পৌর জাসদের অফিস থেকে দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ তার মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু”র প্রেরিত মনোনয়ন পত্রটি জাতীয় যুব জোটের দর্শনা পৌর সভাপতি আলমগীর হোসেন মিল্টন, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইভেন্ট অল ইভেন্ট নিউজের নিবার্হী সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ বিপু ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন জাসদের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সদস্য ডাক্তার হোসেন এর নিকট থেকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মনোনয়ন পত্রটি দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ গ্রহন করেন।

এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ৩ জন দলীয় মনোনয়ন পেলেন।

মেহেরপুরে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু,ফরহাদ হোসেনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার জন্য মেহেরপুর ১ আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন।

সোমবার (২৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ফরহাদ হোসেনের পক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস মেহেরপুর ১ আসনের জন্য মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা মোঃ শামীম হাসানের কার্যালয় থেকে এই মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহামেদ চুন্নু,মোঃ শাহ্ জামান,মোঃ সেলিম রেজা, রওশন আলী টোকন,মোঃ আয়ুব হোসেন, মতিউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফরম সংগ্রহের আগে আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস বলেন,আমরা মেহেরপুর ১ আসন বিশাল ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করে মেহেরপুর ১ আসন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দেবো।

ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শাহ্ জামান বলেন,১১ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, প্রতিটি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেনের পক্ষে। আমি মনে করি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই আসে না বিশাল ভোটের ব্যবধানে মেহেরপুর ১ আসন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমরা উপহার দেবো।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নাগদাহ ইউনিয়নে আনন্দ মিছিল

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসন (চুয়াডাঙ্গা সদর -আলমডাঙ্গা) থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বীরমুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ায় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী সদস্যের নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী সদস্য এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়াদ্দারের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা আনন্দ মিছিল করেন। এসময় ২ শতাধিক মোটরসাইকেল বহর নিয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম নাগদাহ, বলিয়ারপুর, ভোলারদাড়ি, দমদমা, বেনাগাড়ি, জোড়্গাছা, বারোঘরিয়া,জাহাপুর, চিলাভালকি, জহুরুলনগর, খেজুরতলা, ভেদামারি গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন।

এসময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে আনন্দ মিছিল করা হয়। এছাড়া স্থানীয় নেতাকর্মীরা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

এর আগে রোববার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন ছাড়াও আরও ১৬ জন। এর আগে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ছেলুন । এবারও তাকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

(আগের নিউজটায় তথ্য সংকট ছিলো,পূণরায় আপডেট করা হয়েছে। এই নিউজটা নিবেন)।